BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03060013

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 06| June 2025| e-ISSN: 2584-1890

নারীর ক্ষমতায়নের প্রেক্ষাপট ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ড. শর্মিলা দাশ

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার ১, ইতিহাস বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, বাগাটি, মগরা, হুগলি

সারসংক্ষেপ:

নারীর ক্ষমতায়ন হল নারীদের নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে, তাদের সম্ভাবনাগুলি উপলব্ধি করতে এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করার একটি প্রক্রিয়া। বর্তমান কালে 'নারীর ক্ষমতায়ন' জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ চর্চিত একটি বিষয়। বর্তমানে ভারতীয় নারীরা শিক্ষা, ক্রীড়া, রাজনীতি, গণমাধ্যম, শিল্প ও সংস্কৃতি, সেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করছেন। সকল ক্ষেত্রেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নারীদের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থাকবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নারীদের ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, সাহসিকতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। আমরা অনেকেই জানি না যে শত শত নারী তাদের পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। ভারতীয় নারীরা বিভিন্ন বিধিনিষেধ ভেঙে তাদের ঐতিহ্যবাহী গৃহ-কেন্দ্রিক ভূমিকা এবং দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় জাগরণে নারীদের অংশগ্রহণ অবিশ্বাস্য এবং প্রশংসনীয়।

এরকমই এক উল্লেখযোগ্য নাম – বাংলার মহিলা বিপ্লবী, ননীবালা দেবী। যে সময় নারীরা অন্তঃপুর চারিণী, রান্নাবান্না, সন্তান প্রসব ও স্বামীর দেখাশোনা করাই যাদের একমাত্র কাজ, সেই সময় ঘরের বাইরে এসে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ও বিপ্লবীদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন, গ্রেপ্তার বরণ করে চরম অত্যাচার ও দুর্দশা ভোগ করেছেন। এইভাবে, নারীর ক্ষমতায়ন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতীয় নারীরা তাঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।

মূল শব্দ: *নারী ক্ষমতায়ন, ভারতবর্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলা, মহিলা, বিপ্লবী।*

ভূমিকা:

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়, নারীদের তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং সুযোগ ও সম্পদের সমান অধিকার প্রদান করা, যাতে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অবদান রাখতে পারে। এটি শুধুমাত্র নারীদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের

উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সংক্ষেপে, নারীর ক্ষমতায়ন হল নারীদের নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে, তাদের সম্ভাবনাগুলি উপলব্ধি করতে এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করার একটি প্রক্রিয়া।

আলোচনা:

বর্তমান কালে 'নারীর ক্ষমতায়ন' জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ চর্চিত একটি বিষয়। জাতিসংঘের একটি অন্যতম প্রতিপাদ্য Empowering Women Empowering Humanity, অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন মানেই মানবতার ক্ষমতায়ন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিবছর ৮ই মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনটিতে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্জন ও অগ্রগতি উদযাপনের পাশাপাশি নারীর প্রতি অন্যায়, বৈষম্য ও নির্যাতনের ওপরও আলোকপাত করা হয়। মূল্যায়ন করা হয় নারী শ্রম ও অবদান কতটা স্বীকৃতি পেল। তাই এই দিনটি হয়ে ওঠে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসনের জন্য নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন। সমগ্র বিশ্বের ন্যায় ভারতবর্ষেও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা আয়োজনে এই দিনটি উদযাপিত হয়।

বিগত কয়েক সহস্রাব্দে ভারতীয় নারীর অবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে তাদের অবস্থার অবনতি এবং পরবর্তীকালে কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় আবার সমমর্যাদার অধিকারে উত্তরণের ইতিহাস বেশ ঘটনাবহুল। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নারীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত মূল বিষয়গুলি হলো সাম্য, মর্যাদা, বৈষম্য থেকে স্বাধীনতা প্রভৃতি। এছাড়াও নারীর অধিকার সংক্রান্ত বহু বিধি প্রযোজ্য। তবে আজও বহু ক্ষেত্রে মহিলারা লিঙ্গ বৈষম্য ও অপরাধের শিকার। বর্তমানে ভারতীয় নারীরা শিক্ষা, ক্রীড়া, রাজনীতি, গণমাধ্যম, শিল্প ও সংস্কৃতি, সেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করছেন। সকল ক্ষেত্রেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুরূপভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নারীদের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থাকবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নারীদের ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, সাহসিকতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। আমরা অনেকেই জানি না যে শত শত নারী তাদের পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। তারা সত্যিকারের চেতনা এবং অদম্য সাহসের সাথে সংগ্রাম করেছিলেন। ভারতীয় নারীরা বিভিন্ন বিধিনিষেধ ভেঙে তাদের ঐতিহ্যবাহী গৃহ-কেন্দ্রিক ভূমিকা এবং দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় জাগরণে নারীদের অংশগ্রহণ অবিশ্বাস্য এবং প্রশংসনীয়। তবে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের যোদ্ধা হিসেবে লড়াই করা সহজ নয়। নারীরা এমন গোঁড়া লোকেদের ধারণা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন যারা মনে করতেন নারীদের ভূমিকা কেবল গৃহস্থালির কাজ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই নারীরা কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের জীবন উৎসর্গ করেননি বরং এই ধরণের সমস্যাগুলির সাথেও লড়াই করেছিলেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে, দেশের অভ্যন্তরে নারীর অবস্থান ছিল বঞ্চিত। এর প্রধান কারণ ছিল, পুরুষ আধিপত্যের প্রকোপ। নারীদের প্রধান কর্তব্য ছিল গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন, তাদের অন্যান্য কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না, কোথাও তাদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার অনুমতি ছিল না। এই সময়কালে, অনেক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, যা মহিলাদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে বাল্যবিবাহ, বিধবা পুনর্বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, কন্যাভ্রূণহত্যা, কন্যাশিশুহত্যা, পর্দা প্রথা, সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং জ্যোতিবা ফুলের মতো অনেক সমাজ সংস্কারক ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে নারীর অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই সময়কালে অনেক মহিলা ছিলেন, যারা যুদ্ধ শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রানী লক্ষ্মীবাঈ দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। ১৮১৭ সালের গোড়ার দিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের

অংশগ্রহণ শুরু হয় যখন ভীমা বাই হোলকার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মাদাম ভিকাজি কামা, প্রথম ভারতীয় নারী সমাজতান্ত্রিক যিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর তার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। সন্দেহ নেই যে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশে প্রায় দু'শ বছর শাসন করেছিল। এই সময়কালে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য ছোট-বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সেই সব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একেকজন দেশপ্রেমিক। গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন আন্দোলন। কিশোর, যুবক, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই আন্দোলনগুলিতে যোগদান করেছিলেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ স্বাধীনতাকামীদের নামই বেশি শোনা যায়, আলোচিত হয়। নারী স্বাধীনতাকামীদের কথা খুব একটা আলোচনায় আসে না। হয়তো সে সংখ্যা হাতে গোনা বলেই। তবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘরের গন্ডী থেকে বেড়িয়ে এসে তাঁরা বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। (চৌধুরী, ২০০১)

এরকমই এক উল্লেখযোগ্য নাম - বিপ্লবী ননীবালা দেবী। যে সময় নারীরা অন্তঃপুর চারিণী, রান্নাবান্না, সন্তান প্রসব ও স্বামীর দেখাশোনা করাই যাদের একমাত্র কাজ, সেই সময় ঘরের বাইরে এসে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ও বিপ্লবীদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন, গ্রেপ্তার বরণ করে চরম অত্যাচার ও দুর্দশা ভোগ করেছেন, তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম ও একমাত্র মহিলা 'স্টেট প্রিজনার' (রাজবন্দী) শ্রীমতি ননীবালা দেবী (১৮৮৮-১৯৬৭)। (চৌধুরী, ২০০১)

১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে জন্ম হয় ননীবালা দেবীর। বাবা সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মা গিরিবালা দেবী। সেই সময়ের সামাজিক রীতি মেনে মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় তাঁর স্বামী মারা যান। তাঁর বয়স তখন মাত্র ষোলো। এরপর তিনি তাঁর পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চাইলেও সমাজের নানা বাধায় তাঁকে বাড়ি ছাড়তে হয়। আশ্রয় নেন আড়িয়াদহ রামকৃষ্ণ মিশনে। তারপর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর ভাইপো, তাঁর কাছেই বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী।

তখন সারাদেশে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার চলছে। বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন) অস্ত্রশস্ত্র লুট করে ও সিপাহীদের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে ইংরেজ সরকারকে চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঘাযতীন এর শিষ্যত্ব বরণ করেন। অমরেন্দ্রনাথ এর মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবী রাসবিহারীর পরিচয় হয়। (মোদক, ২০১১)

১৯১৪ সালের ২৬ শে আগস্ট তারিখে কলকাতার বিলাতি বন্দুক ব্যবসায়ী রডা (Rodda & Co.)কোম্পানির চার গাড়ি মসার পিস্তল (Mauser Pistol) ও কার্টিজ লুঠ করা হয়। এই লুণ্ঠনের নেতৃত্বে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মোট ৫০ টি পিস্তল ও ৪৬০০ রাউন্ড গুলি তাঁরা লুট করেছিলেন। রডার মাল লুঠ করার দুঃসাহসিকতার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন অপরাজেয় বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অনুকূল ব্যানার্জি, গিরিন ব্যানার্জি প্রমূখ বিপ্লবী। অস্ত্র সরিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন নরেন ভট্টাচার্য। (পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্গাব্দ ১৪০৩)

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ করার পর গোয়েন্দা পুলিশ লুঠের মাল উদ্ধারের জন্য চারিদিকে হন্যে হয়ে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। রামবাবু বলে এক বিপ্লবী হাতে কিছু অস্ত্র লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়েছিল। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দি করে রাখে। ননীবালা দেবী তখন বিধবা। কিন্তু সে সমস্ত সংস্কার মুছে সধবার বেশ ধারণ করে জেলে রামবাবুর স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে

রামবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। এই মিথ্যা অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর একবারও সংস্কারে আঘাত লাগেনি। লোকলজ্জার ভয় পাননি এতোটুকু। আর ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি যে অনিবার্য, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েও ননীবালা দেবী জেলারকে বলেন, তিনি রামবাবুর স্ত্রী, দেখা করতে চান। জেলের মধ্যে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করে লুকোনো পিস্তল গুলি কোথায় আছে, সব জেনে নেন ননীবালা। যথাসময়ে বিপ্লবীদের কাছে সে সম্বন্ধে সঠিক খবরটি পৌঁছে দেন তিনি। তাঁর মত এমন সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় বর্তমান যুগেও প্রায় বিরল। (চট্টোপাধ্যায়, ২০১১)

ননীবালা দেবী কখনও চন্দননগরে কখনও রিষড়াতে গৃহকর্তৃ সেজে ঘরভাড়া নিয়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিতেন। পুলিশ গোপন সূত্রে ননীবালা দেবীর কথা জানতে পারে ও বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর মনোভাব ও তাঁর বিপ্লবী কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। এরপর পুলিশ ননীবালাকে গ্রেপ্তার করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। ফলে ননীবালা দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ হলো না। ননীবালা দেবী পলাতক হলেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র কাজের জন্য যাচ্ছিলেন পেশোয়ার। বাল্যবন্ধু তার দাদাকে অনেক অনুনয় করে রাজী করালেন ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ননীবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন। এও এক অনন্য কাজ, এক বাঙালী বিধবা অচেনা এক পুরুষের সাথে কয়েক হাজার কিমি দূরে সম্পূর্ণ অন্য এক জায়গায়ে চলে গেলেন লুকিয়ে থাকতে! প্রায় ষোলো-সতের দিন পরে পুলিস সন্ধান পেয়ে যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ার গেছে, তখন ননীবালা দেবীর কলেরা চলছে তিনদিন ধরে। প্রথমদিন বাড়ি ঘিরে রেখে তার পরদিনই নিয়ে গেল তাঁকে পুলিস-হাজতে স্ট্রেচারে করে। কয়েকদিন পেশোয়ার হাজতে রাখার পর একটু সুস্থ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় কাশীর জেলে, তখন তিনি প্রায় সেরে উঠেছেন।

কাশীতে আসার কয়েকদিন পরে, প্রতিদিন তাঁকে জেলগেটের অফিসে এনে কাশীর ডেপুটি পুলিস-সুপারিনটেন্ডেন্ট জিতেন ব্যানার্জী জেরা করত। ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন - বলতেন কাউকেই চেনেন না, কিছুই জানেন না। তারপর জিতেন ব্যানাজীর তুই-তুকারির অসভ্য ভাষা। ননীবালা দেবী তখনও চুপচাপ থাকতেন।

একদিন দুইজন জমাদারনী (Wardress) ননীবালা দেবীকে একটা আলাদা সেলে (cell) নিয়ে গেল। দুজনে মিলে তাকে জোর করে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে দু-বাটি লঙ্কাবাটা ওঁর শরীরের ভেতরে দিয়ে দিতে লাগল। ননীবালা দেবী চীৎকার করে লাথি মারতে লাগলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। অসহ্য অসম্ভব অসহনীয় এক বীভৎস জ্বালা, যার বর্ণনা করার ভাষা নেই। এভাবেই অত্যাচার চলত, তার পর আবার তাঁকে নিয়ে আসা হত সেই জেল-গেটের অফিসে জিতেন ব্যানার্জীর কাছে। আবার জেরা। এত অত্যাচার, শরীরের ভেতরে লঙ্কার জ্বালা, তবু তাঁকে ভাঙা সম্ভব হ'ল না।

কাশীর জেলে - সেখানে মাটির নীচে একটা খুবই ছোট 'পানিশমেন্ট সেল' অর্থাৎ শাস্তি কুঠুরী ছিল। তাতে দরজা ছিল একটাই, কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করবার জন্য কোনো জানালা বা সমান্য ঘুলঘুলিও ছিল না। জিতেন ব্যানার্জী তিন দিন প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে ননীবালা দেবীকে ঐ আলো-বাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবন্ধ করে আটকে রাখত। কবরের মতো সেলে আধঘণ্টা পরে দেখা যেতো ননীবালা দেবীর অর্ধমৃত অবস্থা, তবু মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি বের করতে পারল না। তৃতীয় দিনে বন্ধ রাখল আধঘণ্টারও বেশি, প্রায় ৪৫ মিনিট। স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ করে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। সেদিন তালা খুলে দেখা গেল ননীবালা দেবী পড়ে আছেন মাটিতে, জ্ঞানশূন্য।

হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিস ননীবালা দেবীকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে। ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের ধারা প্রয়োগ হল তাঁর বিরুদ্ধে, প্রথম মহিলা রাজবন্দি হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে এলেন তিনি। সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। জেল-কর্তৃপক্ষ, এমনকি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁকে অনুরোধ করে খাওয়াতে পারলেন না। ননীবালা

দেবী বললেন, বাইরে গেলে খাবেন। প্রতিদিন সকাল ৯টায় নিয়ে যেত তাঁকে গোয়েন্দা-আফিসে, সেখানে আই.বি. পুলিসের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে জেরা করত।

-আপনাকে এখানেই থাকতে হবে, তাই বলুন কী করলে খাবেন?

-যা চাইব তাই করবেন?

-করব।

-আমাকে বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রী সারদা মা'য়ের কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।

গোল্ডি শয়তানি হাসি লুকিয়ে বলে-আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।

ননীবালা দেবী তখুনি দরখাস্ত লিখে দিলেন।

গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিল। এবারে সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ আহত বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ননীবালা দেবী এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে।

-ছিড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিলে কেন? আমাদের দেশের মানুষের কোনো মান সম্মান থাকতে নেই? দ্বিতীয় চড় মারবার আগেই অন্য সি.আই.ডি'রা তাঁকে ধরে ফেলে। - একশো বছরেরও আগে এক বাল্য বিধবা মেয়ের কি আশ্চর্য সাহস!

জেলের মধ্যে একদিন সিউড়ির দুকড়িবালা দেবীর (১৮৮৭-১৯৭০) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সকলের কাছে তিনি 'মাসিমা' নামে পরিচিতি ছিলেন। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন ভারতে 'অস্ত্র আইনে সাজা প্রাপ্ত প্রথম মহিলা বন্দি'। জানতে পারলেন, সিউড়িতে দুকড়িবালা দেবীর বাড়িতে সাতটা 'মাউসার' (Mauser) পিস্তল পাবার অপরাধে দুকড়িবালা দেবীর হয়েছে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড। রাখা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে (মানে চোর-ডাকাত'দের সাথে একই সেলে। রাজবন্দী হলে আলাদা সেলে আলাদা ভাবে রাখা হয়)। অসম্ভব খাটাচ্ছে, ডাল ভাঙতে দিচ্ছে প্রতিদিন আধমণ।

মতলব স্থির করে ফেললেন ননীবালা দেবী। উপবাসের ১৯ থেকে ২০ দিন চলছে তখন। আবার এলেন ম্যাজিস্ট্রেট অনুরোধ করতে।

-আপনাকে তো এখানেই থাকতে হবে। কী করলে খাবেন বলুন?

-আমার ইচ্ছামতো হবে?

-হ্যাঁ, হবে।

-তাহলে আমার রান্না করবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা চাই, দুজন ঝি চাই।

-ব্রাহ্মণ-কন্যা কেউ আছেন এখানে?

-আছেন, দুকড়িবালা দেবী।

-আচ্ছা, তাই হবে।

এরপরে এলো সমস্ত নতুন বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি। ২১ দিনের পরে ভাত খেলেন সেই অসামান্য দৃঢ়চেতা বন্দিনী। সেইসাথে দুকড়িবালা দেবী'কেও বাঁচালেন পরিশ্রম থেকে।

দুই বছর এইভাবে বন্দীজীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। ১৯১৯ সালের এক দিন ননীবালা দেবীর মুক্তির আদেশ এলো। (হোসেন, ২০২৩)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ননীবালা দেবী। জেলের মধ্যে চরম অত্যাচার হয়েছে তাঁর ওপর। অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন তিনি, কিন্তু বিপ্লবীদের গোপন কথার কোন কিছুই পুলিশের কাছে প্রকাশ করেননি। তাঁর কাছ থেকে কোন খবর বের করতে না পেরে রেগুলেশন থ্রি অনুযায়ী ননীবালা দেবীকে বন্দী করে রাখা হয়। তিনিই একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার হবার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৩)

১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি কোন আশ্রয় পাননি। সকলেই পুলিশের ভয়ে তাঁকে আশ্রয় দানে অসম্মতি জানালেন। তারপর বহু কষ্টে একটি ছোট ঘরে তিনি বছরের পর বছর জীবনের শূন্য সম্বল নিয়ে আত্মীয়দের অনাদর এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ গৌরবে স্থির হয়ে কাটিয়েছেন বাকি দিনগুলি। শেষ জীবনে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন (মিত্র, ২০২৪)। ১৯৬৭ সালে এই দুঃসাহসী ও দেশপ্রেমী মহিলার মহাপ্রয়াণ ঘটে। (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২)

ননীবালা দেবীর মত আরো অনেক নারী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘরের গন্ডী থেকে বেড়িয়ে এসে তাঁরা বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য কোনও ৮ মার্চ, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস', ছিল না। তাঁরা নিজের দিন নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছিলেন। এই সকল সংগ্রামী নারীরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, বিপ্লবীদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা, গ্রেপ্তার বরণ এবং জেলের অত্যাচার ও দুর্দশা ভোগ করেছেন। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে যে দেশপ্রেম ও সাহসিকতার পরিচয় তাঁরা দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এইভাবে, নারীর ক্ষমতায়ন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নারীরা তাঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। ভারতের নারীরা কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলেন না বরং পরিবর্তনের সক্রিয় প্রতিনিধি ছিলেন, তাদের ত্যাগ এবং অবদান ভারতের স্বাধীনতা যাত্রার এবং একটি নতুন জাতি গঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।তাদের কর্মকাণ্ড দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রূপ দিতে সাহায্য করেছিল এবং আরও ন্যায়সংগত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

সুত্রনির্দেশ:

১. চৌধুরী, চিন্ময়. (২০০১). স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস নারী. দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৬৫-৬৬।

২. চৌধুরী, চিন্ময়. (২০০১). স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস নারী. দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪৭।

৩. মোদক, ড: সুনীল কুমার. (২০১১). স্মৃতি হিরন্ময়. সুনীল কুমার মোদক, হুগলী, পৃ. ২-২২।

৪. পশ্চিমবঙ্গ. (বঙ্গাব্দ ১৪০৩). হুগলী জেলা সংখ্যা, পৃ - ৫৭-৬৪।

৫. চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত. (২০১১). হুগলী জেলা ইতিহাসের সন্ধানে. জয়া প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫-১৬।

৬. হোসেন, মোহাম্মদ ইমাম. (০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩). বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী ননীবালা দেবী. শিক্ষক বাতায়ন।

৭. চট্টোপাধ্যায়, তুষার. (১৯৮৩). স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা. নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২৩-৩৪।

৮. মিত্র, সাবর্নী. (আগস্ট ৬, ২০২৪). ননীবালা দেবী- ভুলে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা. Asianet News Bangla.

৯. চট্টোপাধ্যায়, অশোক কুমার. (২০০২). হুগলী জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস. মনতর্পণ, হুগলী, পৃ. ১২৬-১২৭।

Citation: দাশ. ড. শ., (2025) "নারীর ক্ষমতায়নের প্রেক্ষাপট ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-06, June-2025.